সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩২০
WEEKLY BOOKLET:320

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট বিজ্ঞান সম্পর্কে ১০টি প্রশ্নোত্তর

- মদীনায় জিন উপত্যকার বাস্তবতা কি?
- অডিও ক্যাসেট থেকে মাদানী চ্যানেলের পদচারণা
- বৃক্ষ রোপনের বৈজ্ঞানিক ধউপকারিতা
- বজ্রপাত কি ঐ ঘরে পড়ে যেখানে বাতি জ্বলে?

উপস্থাপনায়:
মজলিস-তাহকীকাতুল ইসলামিয়া
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট বিজ্ঞান সম্পর্কে ১০টি প্রশ্নোত্তর[১]

দোয়ায়ে খলিফায়ে আত্তার: হে মুস্তফার প্রতিপালক, যে ব্যক্তি এই **"বিজ্ঞান সম্পর্কে ১০টি প্রশ্নোত্তোর" পুস্তিকাটি** পড়বে বা শুনবে, তাকে শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করা থেকে হেফাযত করুন এবং তার পিতা মাতাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত আল্লামা ইউসুফ বিন ঈসমাইল নাবহানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ "সা'দাতুদ দারাইন" কিতাবে একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেন যে, হযরত আবু যর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন, হুযুরে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে (তিনটি বিষয়ে) উপদেশ দিয়েছেন: اَنْ اُصَلِّيَهَا فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ يَعْنِيْ صَلَاةَ الضُّحٰى অর্থাৎ সফর ও ঘরে (কিয়াম) চাশতের নামায পড়তে থাকো অর্থাৎ সালাতুদ্ব দ্বুহা وَاَنْ لَّا اَنَامَ اِلَّا عَلٰى وِتْرٍ وَّ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ আর ঘুমানোর পূর্বে বিতির এবং নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে ঘুমাও।

(সাআ'দাতুদ দারাইন, ৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه'র নিকট কৃত প্রশ্নাবলী ও তার উত্তর সম্বলিত।

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে ডারউইনের মতবাদকে সঠিক মনে করা কেমন?[২]

উত্তরঃ অনেকদিন আগের কথা যে, আমার সাথে কোনো এক দুনিয়াবী শিক্ষিত ব্যক্তির সাথে কথা হয়েছিলো। কথায় কথায় না জানি সে কি মনে করে মানব সৃষ্টির বিষয় নিয়ে বলতে লাগলো যে, কুরআনে পাকে মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে বলা হয়েছে যে- হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আর তাঁর থেকেই মানুষের বংশধারা শুরু হয়েছে অথচ ডারউইন বলছে যে, মানুষ বানর থেকে এসেছে। সে তো এতটুকু পর্যন্ত যা বলার বলেছে, এরপর সে বললো, "ডারউইনের কিছু কিছু কথা মেনে নেওয়া যায়।" একথা শুনে আমি খুবই অস্থির হয়ে গেলাম যে, এ তো তার ঈমানকে ধবংস করে ফেলেছে. কেননা সে কুরআনে পাকের উপর সন্দেহ করেছে। সে আরো বললো যে "ডারউইনের কিছু কিছু কথা মেনে নেওয়া যায়।" কুরআনে পাকের পরিপন্থী যে কারো সামান্য কথাও কেনো বুঝে আসবে, এরূপ বোঝাকে চুলায় নিক্ষেপ করা উচিৎ এটা আবার কোন কাজের? যাইহোক, তারপর আমি সুযোগ পেয়েই তাকে বুঝিয়ে তাওবা করালাম আর কালিমা পাঠ করালাম, কেননা এই কথা তো ইসলাম থেকে খারিজ করে দেওয়ার মতো।[৩]

---

২. এই প্রশ্নটি মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগের পক্ষ থেকে করা হয়েছে আর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর উত্তর প্রদান করেছেন।

৩. তাফসীরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে- মুসলমানদের আকিদা হলো মানুষের বংশ বিস্তার হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে শুরু হয়েছে আর এজন্য তাঁকে আবুল বাশার অর্থাৎ মানবজাতির পিতা বলা হয় আর হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে মানবজাতির শুরু হওয়াটা খুবই শক্তিশালী দলিল দ্বারা প্রমাণিত। উদাহরণস্বরুপ, পৃথিবীর আদম শুমারি হতে বোঝা যায় যে, আজ থেকে প্রায় শতবছর পূর্বে দুনিয়ায় মানুষের সংখ্যা বর্তমানের চেয়ে অনেক কম ছিলো এবং তারও শতবছর☞

www.dawateislami.net

ইসলাম বিরোধী বৈজ্ঞানিক তথ্য আবর্জনার স্তুপে

কুরআন পাকের ব্যাপারে চোখ বন্ধ রাখা উচিৎ। কেননা কুরআনে পাকে যা বলা হয়েছে, সেটাই সঠিক, তা আমাদেও বুঝে আসুক বা না আসুক। আমাদের ঈমান হলো এতে যা কিছু রয়েছে তা সঠিক। দুনিয়াবি শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের জন্য এরকম অনেক আশঙ্কা রয়েছে যে, এসব লোক ইসলাম বিরোধী অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য নিজেদের লেখায় অন্তর্ভূক্ত

পূর্বে আরো কম ছিলো। এইভাবে অতীতের দিকে যেতে যেতে এই কমতি একজনে গিয়ে শেষ হবে আর সেই সত্তা হলো হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام অথবা এইভাবে বলা যায় যে, কোনো গোত্রে বংশধরদের আধিক্য একজন ব্যক্তিতে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। যেমন সৈয়দ দুনিয়াতে কোটি কোটি পাওয়া যাবে কিন্তু তাঁদের শেষ হবে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র একক সত্তায় গিয়ে। এইভাবে বনী ইসরাইলের সংখ্যা যতই বেশি হোক না কেনো এই অধিক সংখ্যক জাতি হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام পর্যন্ত গিয়ে শেষ হবে। এইভাবে যদি আরও উপরে যেতে শুরু করি তো মানবজাতির সমস্ত বংশ, গোত্রের শেষ একটি সত্তার উপর গিয়ে হবে যার নাম আসমানী কিতাবের মধ্যে রয়েছে আদম عَلَيْهِ السَّلَام। এটা সম্ভব নয় যে, সেই একজন ব্যক্তি জন্ম বিদ্যমান পদ্ধতিতেই হবে অর্থাৎ পিতা মাতার মাধ্যমে জন্ম নেবে। কেননা যদি এর জন্য পিতা মেনেও নেওয়া হয় তবে মা কোথা থেকে আসবে? আর যাকে পিতা মানা হবে স্বয়ং সে কোথা থেকে এলো? সুতরাং তাঁর জন্ম পিতা মাতা ছাড়া হওয়া আবশ্যক। আর যেহেতু পিতা মাতা ছাড়া জন্ম হয়েছে তাহলে নিশ্চিত তিনি এই পদ্ধতি ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছেন। সেই পদ্ধতি কুরআনে পাকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যা মানুষের বসবাস অর্থাৎ দুনিয়ার মৌলিক অংশ। অতঃপর এটা প্রকাশও পেলো যে, যখন একজন মানুষ এইভাবে অস্তিত্ব লাভ করলো তখন অন্য একটি অস্তিত্ব প্রয়োজন, যা দ্বারা মানুষের বংশধারা চলতে পারে। অপরকেও সৃষ্টি করা হলো কিন্তু অপরকে পূর্বের ন্যায় মাটি থেকে পিতা মাতা ব্যতীত সৃষ্টি করার পরিবর্তে যে এক মানুষ বিদ্যমান ছিলো তার অস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করলেন। কেননা একজন মানুষ সৃষ্টি হওয়ার ফলে একটি প্রকার বিদ্যমান হয়ে গিয়েছিলো, সুতরাং দ্বিতীয় অস্তিত্বকে পূর্বের অস্তিত্ব থেকে কিছুটা কম ও সাধারণ অস্তিত্ব থেকে উচ্চতর পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام 'র বাম পাশের পাঁজর থেকে বিশ্রাম করার সময় বের করে নেওয়া হলো আর তা হতে তাঁর সহধর্মিনী হযরত হাওয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে সৃষ্টি করা হলো। যেহেতু হযরত হাওয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মিলনে জন্ম হয়নি, এজন্য তিনিও সন্তান হতে পারেন না।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ৪, সূরা নিসা, ১ম আয়াতের পাদটীকা, ২/১৪০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

করে নেয়। আজকাল খবরে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন অনেক বিষয় আসে যা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক। অনেকে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে বলা শুরু করে। এরূপ দুনিয়াবী শিক্ষিত লোকদের কে বোঝানোর সাহস করবে? কেননা তাদের মুখের কথাও অনেক বড়। এসব লোক এমন কুৎসিৎ কথা বলে যে, সম্মুখস্থ ব্যক্তি ঘাবড়ে যায়। সুতরাং তাদেরকে বোঝানোও তেমন সহজ নয়। যদি কোনো ব্যক্তি জ্ঞানী হয় আর তাকে বোঝানো যায়, তবে তাকে নম্রতার সাথে বোঝান আর তাওবা করতে বলুন। আর যদি তার সাথে কঠোর আচরণ করেন এবং এভাবে বলেন যে, "তুমি মূর্খ, দ্বীনী বিষয়ে কথা বলা উলামার কাজ" তাহলে হতে পারে, সে বোঝার পরিবর্তে আরও বেশি বিগড়ে যাবে। প্রত্যেকের নিকট এতো জ্ঞান থাকে না যে বোঝাতে পারবে সুতরাং যদি এমন হয় তবে কথা পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন আর না হয় ওখান থেকে সরে যান।

(মালফূযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৩০)

প্রশ্ন: মদীনার পাশে যে জিন উপত্যকা রয়েছে তার বাস্তবতা কি?

উত্তর: (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র পাশে বসা মুফতী সাহেব বলেন,) জিন উপত্যকা যেহেতু মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী, এই কারণে তা সম্মানিত স্থান। কিন্তু এই উপত্যকা ঢালু হওয়ার পরও জিনিসপত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপরের দিকে যাওয়া বা মদীনা শরীফের দিকে অগ্রসর হওয়া বৈজ্ঞানিক কোনো কারণে হয়। দুনিয়ায় এমন আরো স্থান রয়েছে, যেগুলোতে আকর্ষণের কারণে ঢালু হওয়ার পরও জিনিসপত্র উপরের দিকে চলে যায়। ঐ এলাকার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, সেখানে জিন রয়েছে, যারা বস্তুসমূহকে মদীনার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। কিন্তু এর কোনো ভিত্তি নেই। এমনটা কোথাও পড়ি নি; কোনো নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে শুনিও নি।

www.dawateislami.net

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন) চুম্বক মেরুর দিকে আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ শরীফে লেখেন যে, আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান এই রহস্যটি ভেদ করতে পারেনি যে, এর আসল রহস্য কি আর চুম্বক মেরুর দিকে কেনো আকর্ষিত হয়? (ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, ২৯/২৯৬) এখন কি এটাও বলা হবে যে, মেরুতেও কি অনেক বড় একটি জিন বসে আছে, যে চুম্বককে টেনে নেয়? অতএব, এরকম যেসব বিষয় বুঝে আসে না অথবা জ্ঞানের বাইরে, সেগুলোকে মানুষ জিনের দিকে সম্পর্কিত করে দেয় যে, তারা এমন করছে। জিনদের অস্তিত্ব অস্বীকার করছি না, এরা অবশ্যই আছে। এমনকি মক্কা মুকাররমায় মসজিদে জিনও রয়েছে। কেননা এই জায়গায় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র মুবারক হাতে কিছু জিন ঈমান এনেছিলো। এটার স্মারক হিসেবে এটি মসজিদে জিন নামে এখনো প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যা জান্নাতুল মুয়াল্লার নিকটে অবস্থিত। (আখবারে মক্কা লিল আযরক্বী, ২/২০১, আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলি, ২২৯ পৃষ্ঠা) অতএব জিনদের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু তার মানে কখনো এটা না যে, যেটাই বিবেক বর্হিভূত কাজ হবে সেটাই জ্বিনেরা করছে। বরং সেটার অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। (মালফূযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/১০১)

প্রশ্ন: প্রত্যেক মানুষ এটা চায় যে, নতুন কিছু হওয়া উচিৎ। নতুন মডেলের গাড়ি, নতুন মডেলের মোবাইল ফোন হোক আর লাইফ স্টাইলও মডার্ন ও নতুন হওয়া উচিৎ। আপনার দরবারে আমার আবেদন হলো আসলেই কি আধুনিক যুগের সাথে পরিবর্তন হয়ে যাওয়া ঠিক? আর মানুষের কি যুগের সাথে সাথে নিজেকে ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তন করা উচিৎ অথবা নিজের স্বভাব ও প্রত্যেক জায়গায় ফিক্সড হয়ে যাওয়া উচিৎ?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ যতটুকু পর্যন্ত শরয়ী বিধান রয়েছে, সেগুলোর প্রতি তো দৃষ্টি রাখতেই হবে। ঐ সকল বিষয় যা ইসলামের পরিপন্থী নয় তা গ্রহণ করা যাবে আর যে পরিবর্তন ইসলামের পরিপন্থী হবে সেটা বাদ দেওয়া হবে, কেননা আল্লাহ পাকের কানুন নির্ধারিত: لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ (পারা: ১১, সূরা ইউনুছ, আয়াত: ৬৪) কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "আল্লাহ পাকের বাণী পরিবর্তন হতে পারে না।" নামায ফরয, এখন কোনো নতুন বৈজ্ঞানিক টেকনোলোজি আসার কারণে নামায ক্ষমা হয়ে যাবে না। যেমন; নতুন টেকনোলোজি এলো আর বলা হলো যে, ইমাম সাহেব মসজিদে নামায পড়াবে আর সমস্ত লোক আপন আপন ঘরে তাঁর আওয়াজে নামায পড়বে, এরকম হবে না। নামাযের ইকতিদার জন্য اِتصالِ صفوف (অর্থাৎ কাতার মিলিত হওয়া) হতে হবে এবং স্থান পরিবর্তন না হওয়া ইত্যাদি যাই বিধান রয়েছে তা পরিবর্তন হবে না। আপনি ডিজিট্যাল ক্যামরা দ্বারা ছবি তোলার উদাহরণ দিয়েছেন, সেটাও ঠিক আছে। কিন্তু এতেও প্রয়োজনীয়তা দেখা হবে, অন্যথায় এতেও সমস্যা আছে। এমন ছবি হতে হবে যা শরীয়তের সীমার মধ্যে থাকে, অশ্লীল ছবি যেনো না হয়, পর্দা সহকারে হতে হবে এবং এরূপ যত সাবধানতা রয়েছে, সেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আর নাকি রইলো- আমরা অনগ্রসর থেকে যাবো আর তারা সামনে অগ্রসর হয়ে যাবে, তবে এটি কঠিন, শরীয়তের উপর যে আমল করবে সে-ই সামনে অগ্রসর হবে। মরার পর নিজের কবরে জান্নাতের বাগান সেই পাবে আর যে দুনিয়াবি মানুষের সাথে দৌড় লাগাতে থাকবে যেমনটি সাধারনত দুনিয়ার পেছনে দৌড়ে থাকে, যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে তখন কবরে ফেঁসে যাবে আর সে কিছু বুঝতেই

www.dawateislami.net

পারবে না। মোটকথা যে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আদর্শ অনুসরণ করে চলতে থাকবে তার কবর জান্নাতের বাগানে পরিণত হবে, যদিওবা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নতিও করতে থাকে। কেননা যে আধুনিক প্রযুক্তি শরীতের পরিপন্থী নয়, তা গ্রহণ করাতে কোনো সমস্যা নেই।

অডিও ক্যাসেট থেকে মাদানী চ্যানেলের পদচারণা

পূর্বে পৃথিবীতে কোনো চ্যানেল ছিলো না। যখন চ্যানেল চালু হলো তখন আমরাও "মাদানী চ্যানেল" চালু করলাম যা দ্বারা اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা দ্বীনী উপকার অর্জন করছি। অনুরূপভাবে পূর্বে অডিও ক্যাসেটের যুগ ছিলো যা টেপ রেকর্ডরে চলতো। অনেকদিন পর্যন্ত অডিও ক্যাসেট চলতে রইলো তারপর একটি সময় এমন এলো যে, ভারতের কিছু ইসলামী ভাই পাকিস্তানে এসেছিলো। আমি তাদেরকে অডিও ক্যাসেট উপহার হিসেবে দিলাম। তখন তারা আমার প্রতি তাকাতে লাগলো। তারপর সাহস করে বললো, আমাদের টেপ রেকর্ডার নেই। আমি বললাম ভালো। তখন আমি অনুধাবন করলাম যে, এই টেকনোলোজির যুগ শেষ হয়ে গেছে। তারপর ভিডিও ক্যাসেট অর্থাৎ VCD এর যুগ এলো এরপর সেটার যুগও শেষ হয়ে গেলো। এরপর মেমোরি কার্ডের যুগ এলো, এখন সামনে দেখুন কি কি হয়? মোটকথা, আমরা আধুনিক প্রযুক্তির সাথে চলছি। কারণ, আমরা অডিও ক্যাসেট বানানোর ক্ষেত্রে জেদ করিনি, যদি অডিও ক্যাসেট বানিয়েও থাকি তবে সেগুলো কে নেবে? কেউ বিনামূল্যে নেবে না কারণ এগুলো কোনো কাজে আসবে না। সুতরাং এমন প্রযুক্তি যা শরীয়তের পরিপন্থী নয় সেগুলো গ্রহণযোগ্য। **(মালফূযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬/২৮১)**

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক এটা বলতে হচ্ছে যে, কিছু লোকের এই মানসিকতা থাকে যে, তারা নিজেরা নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং পুরোনো অবস্থার উপর অটল থাকে। তারপর সিস্টেম তাদেরকে কিছু দিনের জন্য সহ্য করে আর শেষ পর্যন্ত তাদেরকে বের করে দিতে হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র নিকট আবেদন হলো আমাদের জীবনে এমন লোক পাওয়া যায়, তারা হোক আমাদের পিতামাতা অথবা কর্মচারী, যারা নিজে কে পরিবর্তন করতে চায় না, তবে কি আমাদের তাদেরকে সিস্টেম থেকে আলাদা করে দেওয়া উচিৎ, নাকি তাদেরকেও সিস্টেমে রাখা উচিৎ?

উত্তরঃ আমাদের পরিবর্তন করার প্রয়োজন কেনো হচ্ছে?-এই প্রসঙ্গে একটি নিয়ম স্মরণ রাখবেন যে "সাধারণ মানুষের ঘৃণা থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ" সুতরাং এই অবস্থায় অনেক সময় মুস্তাহাবও ছেড়ে দিতে হয়। এমনকি অনেক এমন সুন্নাত রয়েছে যেগুলোর উপর এখন আমল করা যায় না। যেমন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র অধিকাংশ সময় দুইটি চাদরের পোশাক ছিলো। যদি কেউ দুইটি চাদর পরিধান করে ঘুরাফেরা করে তবে তা মানুষের বুঝে আসবে না। ফাতাওয়া রযভিয়্যাহতে পাগড়ির শিমলা রাখা ও না রাখার উদাহরণও দেওয়া হয়েছে।[৪] অনুরূপভাবে

---

৪. পাগড়ির শিমলা রাখা অবশ্যই সুন্নাত কিন্তু যেখানে মূর্খরা এটা নিয়ে হাসাহাসি করে সেখানে ওলামায়ে মুতাখখিরিন নামায ব্যতীত তা এড়িয়ে চলাকে বেঁচে নিয়েছেন। যার উদ্দেশ্য হলো মানুষের দ্বীন রক্ষা করা। শায়খে মুহাক্কিক মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "আদাবে লেবাস" পুস্তিকায় বলেন, ফকীহগণের নিকট শিমলা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে অনেক কিয়াসি দলিলাদি রয়েছে এবং তাঁরা এটাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা মনে করতেন। কিন্তু উলামায়ে মুতাখখিরিন, অজ্ঞ যুগের ঠাট্টা ও উপহাস থেকে বেঁচে থাকার জন্য পাঞ্জেগানা নামায ব্যতীত শিমলা রাখতেন না। **(ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, ১২/৩১৪)**

www.dawateislami.net

নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা তহবন্দ (অর্থাৎ লুঙি) ব্যবহার করেছেন" আর তা অর্ধ হাঁটু পর্যন্ত রেখেছেন।" (আশ শামায়িলুল মুহাম্মদিয়া, ৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৪) পায়জামা যা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পছন্দ করেছেন কিন্তু পরিধান করেননি তারপরও পায়জামা পরিধান করা সুন্নাত, কেননা এটি ক্বওলী সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত।[৫] এখন সালওয়ার অর্ধ হাঁটু পর্যন্ত উঁচু রাখাকে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আযিমত লিখেছেন যে, যদি বর্তমান সময়ে সালওয়ার অর্ধ হাঁটু পর্যন্ত উঁচু রাখা হয় তবে মানুষ ঠাট্টা করবে। অথচ সালওয়ার বা পায়জামা টাখনুর উপর রাখাতে সুন্নাত আদায় হচ্ছে তবে এটা অবলম্বন করুন। (ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, ২২/১৫৮-১৬২) সময়ের প্রেক্ষিতে অনেক সময় এমন হয়। যেমন- দাড়ি রাখাকেও مَعَاذَ الله লোকে মন্দ বলে কিন্তু দাড়ি তো রাখতে হবেই। যদি কেউ বলে যে, দাড়ি রাখলে মানুষ ঘৃণা করে, تنفرِ عوام (মানুষের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি) হচ্ছে, এজন্য দাড়ি রেখো না। তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা দাড়ি রাখার হুকুম রয়েছে আর আমাদের উপর শরীয়তের হুকুম মান্য করা আবশ্যক। অবশ্য যেখানে অপারগতার শিকার হবে সেখানে অপারগতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। যেখানে অপারগতা নেই সেখানে দুনিয়া এদিক সেদিক হয়ে যাক আমরা কোনো বাহানা গ্রহণ করবো না। যদি কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে অপারগতা ছিলো না আর নিজের বানানো বাহানার কারণে সেই কাজটি বর্জন করতে হয় তবে আমরা সেটাকে ভুলই বলবো। তাছাড়া যদি কোনো আমল বর্জন করার ক্ষেত্রে গুনাহ হয় তবে তা পরিহার করলে গুনাহ হবে।

৫. হাদীসে পাকে রয়েছে: "রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পায়জামা পরিধান করো ও তহবন্দ বাঁধো এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিরোধিতা করো আর গোঁফ ছোট করো ও দাড়ি লম্বা করো, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিরোধিতা করো। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৮/৩০০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৩৪৬)

www.dawateislami.net

তবে শরয়ী অপারগতা থাকলে তবে গুনাহ হবে না। উদাহরণস্বরুপ যদি কেউ মাথায় বন্দুক ধরে বললো, নিজের হাতে নিজের দাড়ি কাটো নয়তো গুলি করে দেবো। যদি সে মনে করে যে, এ মজা করছে না; সত্যি সত্যি মেরে ফেলবে। তাহলে তখন তার জন্য নিজের হাতে দাড়ি কাটা জায়িয হয়ে যাবে এবং তার গুনাহও হবে না। কেননা এখানে প্রাণ চলে যাচ্ছে। কিন্তু এরকম পরিস্থিতি খুব কমই হয়। অতএব আমরা মুসলমান এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বিধানবলী পালনে বাধ্য। যেখানে ছাড় রয়েছে সেখানে আমরা তা গ্রহণ করে নেবো আর যেখানে কোনো ছাড় নেই তবে এই ছাড়া না থাকাও আমরা গ্রহণ করবো। পুরোনো স্বভাবে অটল থাকা লোকের সংখ্যা খুবই কম। আমি পুরোনো মোবাইল ফোন ব্যবহার করার প্রতি কাউকে অটল থাকতে দেখিনি। বয়স্ক লোকেরা পুরোনো মোবাইল চালাতে বাধ্য হয় কেননা এদের বয়স বেশি। যদি এরা স্মার্ট ফোন নেয় তবে এটা দিয়ে তারা কি করবে? এরা এটার সিস্টেম বুঝতে পারবে না। কেননা স্মার্ট মোবাইল ফোন হলো একটি আধুনিক প্রযুক্তি। তবে তরুণরা পুরোনো মডেলের মোবাইল তখন ব্যবহার করে যখন তাদের স্মার্ট ফোন কেনার টাকা থাকে না। কোনো ব্যক্তি পাইলট, বিমান চালায়। আপনি যদি তাকে বলেন যে, ঘোড়ায় চড়ো। তাহলে সে কিভাবে ঘোড়ায় চড়বে? সে তো ঘোড়ায় চড়তেও জানে না। এইভাবে প্রত্যেক বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে আর আমি এই উদাহরণ মোবাইলের জন্য দিয়েছি। এইভাবে অনেক সময় লোক নিজেদের রীতি ও সংস্কৃতির উপর অটল থাকে তো যে রীতি ও সংস্কৃতি শরীয়তের পরিপন্থী নয় তা চলতে দিন। অবশ্য আধুনিক প্রযুক্তি যেখানে আমাদের অনেক উপকার করেছে সেখানে অসংখ্য ক্ষতি সাধনও করেছে।

(মালফূযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬/২৮৩)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৃক্ষ রোপনের কিছু উপকারিতা বর্ণনা করুন।[৬]

উত্তরঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণা মোতাবেকও বৃক্ষরোপন খুবই উপকারী। বৃক্ষ কার্বন ড্রাইঅক্সাইড গ্রহণ করে আর অক্সিজেন প্রদান করে। অক্সিজেন মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি, এটা ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। আল্লাহ পাক বৃক্ষ মানুষের খেদমতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এরা আমাদের বিষাক্ত বাতাস নিয়ে আমাদেরকে তাজা বাতাস দেয়। বৃক্ষ তাপমাত্রা বৃদ্ধি হতে দেয় না আর অধিক তাপমাত্রাকে বাধা প্রদান করে। বায়ু দূষণ কমায় অর্থাৎ যানবাহনের যেসব ধোঁয়া ও ময়লা বাতাসের সাথে ওড়ে বৃক্ষ তা কমায়। যদি বৃক্ষ অধিক হয় তবে পরিবেশ শীতল ও সুখময় হবে। বিদ্যুৎ ব্যবহারও কম হবে। কেননা গরম দূর করার জন্য যেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় পরিবেশ ঠান্ডা থাকার কারণে ঐসবের প্রয়োজন কমে যাবে অথবা এগুলো থেকে পুরোপুরি মুক্তিও মিলে যেতে পারে। যদি আপনি আপনার প্রিয় দেশকে বৃক্ষ দ্বারা সজ্জিত করেন তবে اِنْ شَآءَ الله বিদ্যুৎ ব্যবহারও কমে যাবে। বৃক্ষ ভূমিধ্বস (অর্থাৎ মাটি ও ভূমি বা পাহাড় ধ্বসে যাওয়াকে) হতে রক্ষা করে করে। কেননা বৃক্ষের শেকড় মাটিকে ধরে রাখে যার ফলে মাটি ধ্বসে যায় না। সুতরাং যদি গাছপালার যত্ন নেওয়া হয় আর বৃক্ষ রোপন বৃদ্ধি করা হয় তবে ভূমিধ্বস থেকেও বাঁচা যেতে পারে। বৃক্ষ "বৈশ্বিক উষ্ণতা" কমানোর উপায়। বৈশ্বিক উষ্ণতার বিপজ্জনক বৃদ্ধিকে "গ্লোবাল ওয়ার্মিং" বলা হয়। যার কারণের মধ্যে

৬. এই প্রশ্নটি মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগের পক্ষ থেকে করা হয়েঝে আর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এটার উত্তর প্রদান করেছেন।

www.dawateislami.net

রয়েছে গাছপালা কেটে ফেলা, অধিকহারে শিল্প-কারখানা নির্মাণ ও যানবাহনের অতিরিক্ত ধোঁয়া। (মালফূযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/১০৪)

প্রশ্নঃ যেমনিভাবে নামাযের সময়সীমার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আমাদেরকে সহায়তা করছে আর আমরা যেখানেই থাকি না কেনো সেখানকার নামাযের সময়সীমা জানতে পারি, এভাবে কি আমরা বিজ্ঞানের মাধ্যমে পুরো বছরের চাঁদের হিসাবও করতে পারবো?

উত্তরঃ নামাযের সময়সীমা জানাকে বিজ্ঞানীদের খাতায় তুলে দেবেন না। এর সম্পর্ক সময়ের সাথে। যা নিয়ে বড় বড় উলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن কাজ করেছেন। সুতরাং নামাযের সময়সীমা নির্ধারণের সম্পর্ক বিজ্ঞানের সাথে নয় বরং উলামায়ে কেরামের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن নির্দেশনার সাথে হবে। ইলমে তাওকীত অর্থাৎ সময়বিদ্যা এমন একটি ইলম যা মুফতীদের জন্য আবশ্যকীয় ইলমের অন্তর্ভূক্ত। আর রইলো চাঁদের হিসাব করা। এর সম্পর্ক না বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে; না ইলমে তাওকীতের সাথে যে, সারা বছরের হিসাব একসাথে করে ফেলবে। বরং এর সম্পর্ক رُؤۡيتِ ہِلال (অর্থাৎ চাঁদ দেখার) সাথে। শরীয়তের অনেক বিধানবলী চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- রমযানুল মুবারকের রোযা, হজের সময়, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ইত্যাদির হিসাব চাঁদ দেখে নির্ধারণ করা হয়ে। অনেক জ্যোতিষী এক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করে যে অমুক তারিখে চাঁদ উঠবে। তাদেও এই ভবিষ্যদ্বাণীর কোনো ভিত্তি নেই বরং চাঁদ দেখার উপরই নির্ভরশীল। যখন শরয়ী প্রমাণ দ্বারা চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে, মাস শুরু হয়েছে বলে গণ্য হবে। (মালফূযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/১৭২)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে যেখানে শিক্ষানীতির উন্নতি ঘটেছে, সেখানে আধুনিক প্রযুক্তিও আমাদের সমাজে নিজের স্থান করে নিয়েছে। যুবসমাজ বিশেষকরে Students (অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা) এর ক্ষতির বেশি শিকার হচ্ছে। দয়া করে এই নির্দেশনা প্রদান করুন যে, কীভাবে এর ব্যবহার সীমিত করা যেতে পারে?

উত্তরঃ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ভালো দিকও আছে খারাপও আছে। কিন্তু আমাদের সমাজে এর সঠিক ব্যবহারের সংখ্যা খুবই কম আর অপব্যবহারের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। এখন যেভাবে মাদানী চ্যানেল এর সঠিক ব্যবহার করছে আর গুনাহ ভরা চ্যানেল মন্দ এর ব্যবহার করছে। এমনিভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যেও কিছু লোক এর ভালো ব্যবহার করছে আর কিছুলোক এর মাধ্যমে গুনাহ করছে। সাধারণ লোকদের থেকে তো আমরা ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়াতে পারবো না। অবশ্য এই উৎসাহ অবশ্যই দিতে পারি যে, এর এমন ব্যবহার করুন যেনো পরকালে উপকারে আসে। যেমন- মাদানী চ্যানেল বা দা'ওয়াতে ইসলামীর সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগের পক্ষ থেকে যেসব ক্লিপস আসে, আপনারা সেগুলো দেখুন আর বেশি বেশি শেয়ার করুন। এভাবে মাদানী চ্যানেলও দেখতে থাকুন কেননা এটিও একটি আধুনিক প্রযুক্তি যেটাকে ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলা হয়। এটা ভিন্ন বিষয় যে, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া আসার পর থেকে এখন চ্যানেলের দিকে মানুষের মনোযোগ কমে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়া এখন সবকিছু হয়ে গেছে এবং আরো নতুন নতুন ফিচার যোগ হচ্ছে। এর মধ্যেও অনেক পুরোনো জিনিস এখন পেছনে পড়ে যাচ্ছে এবং "كُلُّ جَدِيْدٍ لَذِيذٌ অর্থাৎ

www.dawateislami.net

প্রত্যেক নতুন জিনিস মজাদার হয়ে” এর ভিত্তিতে নতুন জিনিসের পেছনে পড়ে মানুষ কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে

অভিজ্ঞদের বিশেষজ্ঞের অভাবের সম্মুখীন

আল্লাহ পাক দয়া করুন, অন্যথায় যেমনিভাবে প্রতিটা মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যস্ত। তো ভবিষ্যতে গিয়ে জাতিকে প্রত্যেকটি সেক্টরে অভিজ্ঞ মানুষের অভাব দেখা দিতে পারে। ভালো ডাক্তার, বিজ্ঞানী, গবেষক, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ভালো আলিম ও মুফতীয়ানে কেরামের সংখ্যা ভবিষ্যতে হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কারণ, শিক্ষার্থীদের মেধাশক্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যস্ততার মধ্যে নষ্ট হচ্ছে। উলামা ও মাশায়িখ এবং তাঁদের শিষ্য ও মুরিদদেরও একটি বিশাল আংশ এই কাজে লেগে রয়েছে। এখন না পীরের কাছে সময় আছে যে, মুরিদদের সংশোধন করবে আর না মুরিদদের সময় আছে যে, পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে কিছু ফয়েয অর্জন করবে। একইভাবে উলামাদের একটি সংখ্যা নিজেদের সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যয় করছে। অথচ আলিম ও মুফতী সকলেরই নিয়মিত অধ্যয়ন করা জরুরি। যদি তারা অধ্যয়ন করা থেকে একটুও দূরে সরে যায় তবে তাদের মধ্যে ইলমী দূর্বলতা আসা শুরু হবে। এই কারণেই যারা ভালো এবং অভিজ্ঞ আলিম ও মুফতী, তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় দেন না। বরং তারা এই ভয়ে বেঁচে থাকে যে, যদি একে সুযোগ দিই তবে তাতে আসক্তি চলে আসবে। একটু সুযোগ দিলে মাথায় চড়ে বসবে আর এইভাবে ইলমী বিষয়ে মগ্ন থাকা কঠিন হবে।

www.dawateislami.net

জনসাধারণের উপর সোশ্যাল মিডিয়ার আগ্রাসন

জনসাধারণের মধ্যে যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যস্ত থাকে তারাও যেনো গভীর চিন্তা করে যে, এর কারণে নামাযে মন লাগে না, তিলাওয়াতে মন লাগে না, যিকির ও আযকার করার সময়ও পাওয়া যায় না। মানুষ বাধ্য হয়ে চাকরি করতে যায় কিন্তু কাজের ফাঁকেও সোশ্যাল মিডিয়ায় লেগে থাকে। এর কারণে দূর্ঘটনাও ঘটে। যার ফলে মানুষ প্রাণও হারায়। যারা সিকিউরিটির চাকরি করে তারাও ডিউটির মাঝখানে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেগে থাকে। সফরের সময় সিকিউরিটিতে দায়িত্বরত লোকদের মোবাইল ব্যবহারের প্রবণতা আমি একটি উন্নত দেশেও দেখেছি। এই কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের থেকে ডিউটির সময় মোবাইল ফোন জমা নেওয়া হয়। যাইহোক, যদি আপনি কিছু হতে চান তবে এই সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেট থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে নিজেকে আল্লাহ পাকের ইবাদতে লাগিয়ে দিন- যা কিনা আমাদের এই দুনিয়ায় আসার উদ্দেশ্য। যেমন পারা ২৭ সূরা যারিয়াতের আয়াত নাম্বার ৫৬ তে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "এবং আমি জিন ও মানব এ জন্যই সৃষ্টিই করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।" কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে এখন নামায পড়ার সময় হচ্ছে না। যখন সুযোগ হয় তখন শরীর নামাযে থাকে আর মন ও ধ্যান সোশ্যাল মিডিয়ায় হাবুডুবু খেতে থাকে। মসজিদে প্রবেশ করার পর মোবাইল ফোন বন্ধ করা হয় না। নামাযের মধ্যেও রিংটোন বেজে ওঠে আর অন্যান্য মানুষের নামাযেও বিঘ্ন ঘটে। হয়তো অনেক জায়গায় অনেক বৃদ্ধ লোক রেগে যায় তারপর মসজিদে হৈচৈ শুরু করে দেয়। আল্লাহ পাক

www.dawateislami.net

আমাদের অবস্থার প্রতি দয়া করুন, যেনো আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার ১০০% জায়িয পদ্ধতিতে করতে পারি। আহ! আমরা যেনো এমন হয়ে যাই যে, আমাদের দ্বারা আল্লাহর হক আদায়ে ঘাটতি থাকবে না আর বান্দার হকও নষ্ট হবে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এসব অহেতুক বিষয় থেকে হেফাযত করে দ্বীনী কিতাবাদি অধ্যয়ন ও ইলমে দ্বীন অর্জনে মন লাগিয়ে দিন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(মালফূযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৩৪১)

প্রশ্নঃ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে কি এর ক্ষতিসমূহ কমিয়ে আনা সম্ভব?

উত্তরঃ সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য সময় নির্ধারণ করে অধিক ব্যবহারের ফলে হওয়া ক্ষতিসমূহ কমানো যেতে পারে। বুদ্ধিমান ও বিবেকবান লোক এমনই করে। যেমন আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী অথবা ইশার নামাযের পর অথবা যার যখন সময় মিলে কিছুক্ষণ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করলো। কিন্তু এমন সেই করবে, যে দ্বীনী অথবা দুনিয়াবী দিক দিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে। সাধারণ লোকদের এমন করা কঠিন। কেননা সবসময় একটি অস্থিরতা থাকে যে, দেখি তো কার বার্তা এসেছে? নামাযের জন্য কেউ দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে বের হলো কিন্তু তখনই মোবাইলের রিংটোন বেজে উঠলো আর কারো অডিও বার্তা বা পোস্ট এলো। এখন যদি তা কোনো সাধারণ মানুষের হয় তবে ধৈর্য ধরবে যে, আচ্ছা পরে দেখবো। যদি কোনো বিশেষ ব্যক্তির ভয়েস বা পোস্ট হয় তবে এখন তা অবশ্যই দেখবে বা সেই ভয়েস শুনবে। এর ফলে জামআত বরং অনেকের مَعَاذَ اللّٰه নামাযও কাযা হয়ে যায়। (মালফূযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১/৩৪৩)

প্রশ্নঃ বলা হয় "বৃষ্টির কারণে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন ঘরের বাতি নিভিয়ে দেওয়া উচিৎ, কেননা বজ্রপাত ঐ ঘরে পড়ে যেখানে বাতি জ্বলে" এই কথা কি সত্যি?

উত্তরঃ এরকম কোথাও পড়িনি বা শুনিনি। যদি এই কথা মেনে নেওয়া হয় তবে দিনেও তো বিদ্যুৎ চমকায়, কিন্তু তা তো পতিত হয় না? অথচ দিনে চারিদিকে আলো থাকে। বোঝা গেলো এটি বৈজ্ঞানিক বিষয়, শরয়ী নয়। অবশ্য এই বজ্রপাত অনেক সময় মানুষের উপর পতিত হয় আর অনেক বড় ক্ষতি করে বসে। কেননা এর কারণে অনেক লোক মারা যায়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

(মালফূযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৭/৪৪৭)

প্রশ্নঃ কোনো নবী عَلَيْهِ السَّلَام 'র ফয়যানে কি কোনো ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছিলো? এবং ঝর্ণার পানির চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা বর্ণনা করুন।

উত্তরঃ নিশ্চয়ই। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র আঙুল মুবারক থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছিলো।[৭]

---

৭. হযরত সালিম বিন আবি জা'দ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়ার দিন লোকদের পিপাসা লাগলো আর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সামনে চামড়ার একটি থলে ছিলো যাতে (থাকা পানি) দ্বারা তিনি অযু করতেন। সাহাবা কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র চারপাশে এসে দাড়িয়ে গেলেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, কি ব্যাপার? সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের নিকট পানি নেই যা দ্বারা আমরা অযু করবো বা পান করবো। শুধুমাত্র ঐ পানি আছে যা আপনার সামনে বিদ্যমান। হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন হাত মুবারক সেই থলেতে রাখলেন, তখন তাঁর আঙুল মুবারক থেকে ঝর্ণার মতো পানি প্রবাহিত লাগলো। তারপর আমরা পানি পান করলাম আর অযুও করলাম। হযরত সালেম বিন আবি জা'দ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরদ জাবের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আপনারা কতজন চিলেন? তিনি বললেন, যদি আমাদের সংখ্যা তখন একলাখও হতো তবে সেই পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো, কিন্তু আমরা তখন শুধুমাত্র ১৫০০ জন ছিলাম। **(বুখারী, ২/৪৯৩-৪৯৪, হাদীসঃ ৩৫৭৬)**

www.dawateislami.net

উঙ্গলিয়াঁ হে ফয়েয পর টুটে হে পিয়াসে ঝুম কর
নদীয়া পাঞ্জাবে রহমত কি হে জারী ওয়াহ ওয়াহ!

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

আবে যম যম যা আমরা পান করি তাও হযরত ঈসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام 'র কদমের সদকায় প্রবাহিত হওয়া ঝর্ণার পানি। (মিরআতুল মানাজীহ, ৮/১৫৩) যদি মাটি থেকে বা পাহাড় ফেটে পানি প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়, তাকে ঝর্ণা বলে। ঝর্ণার পানি সাধারণ পানি থেকে ভিন্ন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে তথ্য জানা গেছে তা হলো ✱ ঝর্ণার পানি প্রাকৃতিকভাবে শীতল, প্রশান্তিময়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাদে খুব ভালো * এতে প্রাকৃতিকভাবে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন থাকে ✱ এই পানি ওজনে হালকা হওয়ার কারণে খুব দ্রুত হজম হয় বরং ✱ হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং মোটা হওয়ার সম্ভাবনা কমায় ✱ ঝর্ণার পানি রক্ত পরিষ্কারে উত্তম ভূমিকা রাখে, আর ✱ এতে সঠিক পরিমাণে খনিজ থাকে ✱ এই পানির PH level বেশি, অর্থাৎ এই পানি কম অম্লীয়। আজকাল লোক অনেক টাকা খরচ করে এই (অর্থাৎ এসিডমুক্ত পানি) ক্রয় করে, যেখানে প্রকৃতি আমাদেরকে ঝর্ণার মাধ্যমে এই নেয়ামত দান করেছে ✱ একটি গবেষণা অনুযায়ী ঐ লোক, যে নেশায় মাতাল থাকে, বা অতিরিক্ত চা-কফি পান করায় অভ্যস্ত তাকে কিছু কিছু ডাক্তার ঝর্ণার পানি পান করার পরামর্শ দেয়। এতো সেসব জিনিসের নেশা ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে ✱ ঝর্ণার পানি ত্বকের জন্যও উত্তম। কেননা তা পরিষ্কার ও হালকা। এতে ত্বক ভালো আর্দ্রতা পায় যাতে অ্যালার্জি ও চুলকানি ইত্যাদি কমে এবং ✱ এই পানি ত্বককে এমনভাবে পরিষ্কার করে যা সাধারণ পানি দ্বারা সম্ভব নয় ✱ ঝর্ণার পানি চুলের জন্যও উপকারী। কেননা এতে লবণের পরিমাণ বেশি থাকে না, যেখানে লবণের পরিমাণ বেশি তা চুলের জন্য ক্ষতিকর।

(মালফূযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ১০/৪৯)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

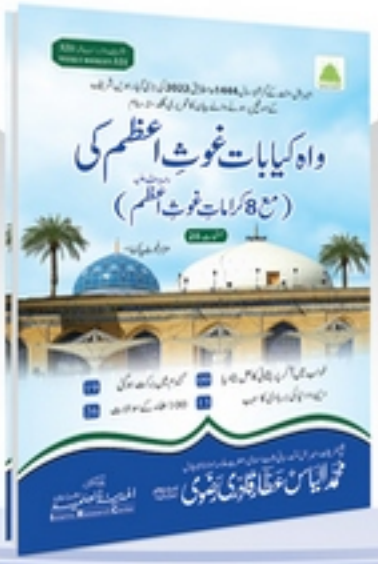

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net